গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশী বাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

পত্র নং-৫৮.০৪.০০০০.০.০২১.০৩.০১৭.২৫- ১৭২৯

তারিখ : ২৯ আশ্বিন ১৪৩২
১৪ অক্টোবর ২০২৫

বিষয় ঃ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার করণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় থাকে। সেখানে তার কার্যকলাপ বা মতামত প্রকাশ করে থাকে। কোন গ্রুপ বা ফোর্সের সদস্য তার মতামত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে তার নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিফলন সেখানে ঘটে ফলে এই সকল সামাজিক সোস্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম যথা ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, টিকটক ইত্যাদি ব্যবহারকালে দায়িত্বশীল ও প্রফেশনাল দৃষ্টিভঙ্গী জরুরী। সোশাল মিডিয়া প্লাটফর্ম যেমন একজন ব্যক্তির ইমেজ বা সে যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তার সম্পর্কে ধারণা ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। একই সাথে মিথ্যা তথ্য বা ভুলভাবে উপস্থাপন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে পারে।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ এর আওতায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে বিদ্বেশমূলক অপপ্রচার করা একটি দন্ডনীয় অপরাধ।

এমতাবস্থায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীল আচরন ও প্রতিষ্ঠানের তথা দপ্তরের সুনাম ও ভাবমূর্তি যেন ক্ষুন্ন না হয় সে লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর নজরদারী বৃদ্ধি করেছে। এর ফল স্বরূপ ইতোমধ্যেই এমন কিছু কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া গেছে যারা স্বনামে এবং বেনামে বহু সংখ্যক ওয়েবসাইট/ফেসবুক পরিচালনা করে রাষ্ট্র এবং কারা অধিদপ্তরের নামে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করছে। ইতোমধ্যেই এরুপ ব্যক্তিকে আইনের আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরের বর্ণনার আলোকে ফেসবুক এবং অন্যন্যা সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হলো :

১। কোন সোস্যাল মিডিয়াতেই একের অধিক একাউন্ট পরিচালনা না করা।
২। বেনামে কোন একাউন্ট পরিচালনা না করা।
৩। বিভ্রান্তীকর তথ্য প্রচারকারী কোন গ্রুপ/পেইজের সদস্য না হওয়া।
৪। কোন প্রকার বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় লাইক/শেয়ার/কমেন্টস না করা।
৫। ইউনিফর্ম এবং অস্ত্র প্রদর্শনপূর্বক কোন ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় না দেওয়া।
৬। কোন অফিসিয়াল চিঠি-পত্র সোস্যাল প্লাটফর্মে শেয়ার/পোস্ট না করা।
৭। কারা বিভাগের সুনাম ক্ষুন্ন হয় এমন কোন তথ্য পোস্ট/শেয়ার না করা। এ সকল ক্ষেত্রে যদি কোন অন্যায়/দুর্নীতি সংঘটিত হয় তা হলে কমান্ড চ্যানেলের মাধ্যমে জানিয়ে তার প্রতিকার প্রার্থনা করা।
৮। স্বনামে দুইটির বেশী সীম না রাখা এবং বেনামে কোন সীম ব্যবহার না করা।

উপরোল্লিখিত এ সকল নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, ইতোপূর্বে পোস্টকৃত/শেয়ারকৃত কোন তথ্য/পোস্ট উপরের নির্দেশনার পরিপন্থি হলে তা অতিসত্তর সরিয়ে/মুছে ফেলে আগামী ৩০ অক্টোবর/২০২৫ তারিখের মধ্যে কারাগার ভিত্তিক সমাপনী প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য বলা হলো।

১৪/১০/২৫

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
কর্ণেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
addl.ig@prison.gov.bd

কারা উপ-মহাপরিদর্শক,
সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:-

১। কমান্ড্যান্ট, কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী।
২। সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার, সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার
৩। সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (সকল) কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সকল) /বাজেট অফিসার/স্টাফ অফিসার/ডেপুটি জেলার (প্রশাসন, উন্নয়ন ও আইন)/পরিসংখ্যানবিদ, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল/কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/প্রিজন্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
শাখা প্রধান, সকল শাখা, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬। ব্যক্তিগত সহকারী, কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (সকল) ও কারা উপ মহাপরিদর্শক (সঃ দঃ) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্যে।

৭। গার্ড ফাইল।